দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAY 8 1999
পৃঃ 2 কলাম 2

484

জহুরুল হক ও এসএম হলে তল্লাশী অভিযান ॥ গ্রেফতার ১২

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ পুলিশ গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটানা ৪ ঘন্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি আবাসিক হলে কম্বিং অপারেশন চালাইয়া ১২ জন ছাত্র ও বহিরাগতকে গ্রেফতার করিয়াছে। রাত সাড়ে ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত একটানা জহুরুল হক হল ও এসএম হলে তল্লাশী (২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

তল্লাশী অভিযান

(১ম পৃঃ পর)

চালায়। এই অভিযানে পুলিশ জহুরুল হক হল হইতে ৮ জন এবং এসএম হল হইতে ৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করিয়া জেলহাজতে প্রেরণ করে। ইহাদের বেশীরভাগ নিরীহ ছাত্র। হল হইতে সন্ত্রাসী ক্যাডারদের পুলিশ গ্রেফতার করিতে ব্যর্থ হয়। পুলিশ বঙ্গবন্ধু হলেও শেষ রাতে তল্লাশী চালায়। এদিকে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ গ্রুপের নেতা ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত ছাত্র মাইনুদ্দিন আহমদ বাবুর নেতৃত্বে ৪ সন্ত্রাসী ক্যাডার বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় জহুরুল হক হল দখল করিয়া নেয়। এদিন সন্ধ্যা ৬টায় বৃষ্টির মত গুলী ছুঁড়িয়া ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমদের নেতৃত্বে কর্মীরা হল হইতে বাবু গ্রুপকে বিতাড়িত করে। উহার সাড়ে ৩ ঘন্টা পর বাবু হলের পশ্চাদভাগ দিয়া ঢুকিয়া হলে অবস্থান নেয়। এই সময় এসএম হলের ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ রেজাউল করিম জহুরুল হক হলের গেটে গেলে বাবু তাহার নিকট হইতে একটি মোবাইল টেলিফোন ছিনাইয়া নেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ আজাদ চৌধুরী হলে বাবুর অবস্থানের কথা জানিতে পারিয়া পুলিশের সহিত যোগাযোগ করিয়া হল তল্লাশীর ব্যবস্থা করেন। ততক্ষণে জহুরুল হক হলের প্রভোষ্ট ডঃ এমএ মান্নান হলে গিয়া বাবুর নিকট তল্লাশীর খবর ফাঁস করিয়া দিলে সে ক্যাডারদের নিয়া আত্মগোপন করে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। ইহার কিছুক্ষণ পর রাত সাড়ে ১১টা হইতে দুই শতাধিক পুলিশ জহুরুল হক হলে 'কম্বিং অপারেশন' শুরু করে। পুলিশের সহিত হল প্রভোষ্ট এবং আবাসিক শিক্ষকগণও ছিলেন। প্রতিটি কক্ষে গিয়া পুলিশ তল্লাশী চালায় এবং যাহাদের আবাসিক কার্ড ছিল না সকলকে আটক করে। পরে ৮ জনকে রাখিয়া বাকীদের ছাড়িয়া দেয়। হলের ছাত্ররা জানায়, তল্লাশীকালে কয়েকজন সন্ত্রাসী ক্যাডার শিক্ষকদের সঙ্গে নিরাপদে ঘুরিয়াছে। পুলিশ হ্যান্ড মাইকে রুম হইতে কাহাকেও বাহির হইতে নিষেধ করে। এই হল হইতে গ্রেফতারকৃতরা হইল : পারভেজ, কামাল, সাইদুর, মতিয়ার, আমিনুল, আবু সুফিয়ান, মেহেদী হাসান ও শাহানুর রহমান।

জহুরুল হক হল তল্লাশীকালে এসএম হলেও পুলিশ কম্বিং অপারেশন শুরু করে। এই হল হইতে শফিকুল, তাজুল, শহিদুল ও আফসারকে গ্রেফতার করে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলিয়াছে আটককৃতরা বহিরাগত সন্ত্রাসী।

এদিকে গত বুধবার রাতে পলাশী মোড়ে বাবু অস্ত্রের মুখে শামীম আহমদের নিকট হইতে যে প্রাইভেট কারটি (ঢাকা মেট্রো-৪০০য়) হাইজ্যাক করিয়াছিল গতকাল ভোরে পুলিশ তাহা মৈত্রী হলের সম্মুখস্থ মাঠ হইতে উদ্ধার করে। গাড়ীটি বর্তমানে রমনা থানায় রহিয়াছে। তবে শামীম আহমদের নিকট হইতে বাবু যে মোবাইল টেলিফোন, ডিজিটাল ডায়েরী ও ৩০ হাজার টাকা ও রিভলবার ছিনাইয়া নিয়াছিল তাহা উদ্ধার হয় নাই।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ আজাদ চৌধুরী ও প্রক্টর ডঃ নুরউন নবী গত বৃহস্পতিবার বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া এই পুরা তল্লাশী অভিযান তদারকী করিয়াছেন। ভিসি গতকাল জহুরুল হক হল ও এসএম হল সম্মুখস্থ পলাশী মোড় পরিদর্শন করিয়াছেন এবং দোকানপাট উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়াছেন। জহুরুল হক হল ও এসএম হলে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে।

এদিকে গতকাল রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জহুরুল হক হল, মুহসীন হলসহ বিভিন্ন হলে পুলিশ অভিযান শুরু করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফেরদৌস হোসেন গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলে একটি ছাত্র সংগঠনের দুইটি বিবদমান সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে সংঘটিত ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে হল দখল ও পুনর্দখলের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই ঘটনায় ছাত্রসহ বেশ কয়েকজন ব্যক্তি মারাত্মকভাবে আহত হইয়াছে এবং হলের ছাত্রদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করিতেছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এ পরিস্থিতিতে তাহারা এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জড়িত সকলকে চিহ্নিত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবী জানাইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হ সার্বক্ষণিক পুলিশ প্রহরা থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের সন্ত্রা ঘটনা সংঘটিত হওয়া আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যর্থতারই পরিচায়ক। বিবৃতিতে তাহারা বিশ্ববিদ্যাল সন্ত্রাস নির্মূলে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণে জন্য আহবান জানাইয়াছেন।